কিন্ডার গার্টেনে শিশু শিক্ষা

দিল শাহীন আফরোজ

স্বাধীনতার পর ঢাকা শহরে কিন্ডার গার্টেন নামে যে স্কুল ব্যবসা ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠে, এর কোন সঠিক পরিসংখ্যান আজও পাওয়া যায়নি। ঢাকা শহরের কয়েকটি কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষক এবং কয়েকজন অভিভাবকের সাথে এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভালো-মন্দ দুটো দিক নিয়ে আলাপ হলে ভালোর চেয়ে মন্দটাই আমাদের চোখে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। একজন শিক্ষক বলেন স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের দেশে বেসরকারী স্কুল ছিল। তবে এসব খ্রীষ্টান এবং মিশনারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। তখন গুটিকয়েক ভাগ্যবানের ছেলেমেয়েরা ঐসব স্কুলে লেখাপড়া করতো। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর আমাদের দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে কিন্ডার গার্টেন, অর্থাৎ ভালো স্কুলে লেখাপড়ার জন্য উচ্চবিত্তদের মাঝে এক ধরনের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। কেননা, তারা মনে করে ছেলেকে যদি কিন্ডার গার্টেনে পড়াতে না পারে তবে সমাজে তার পজিশন ঠিক থাকে না। তবে কিন্ডার গার্টেন যে এক ধরনের ব্যবসা নয়, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সরকারী-বেসরকারী পৌর কর্পোরেশন পরিচালিত অবৈতনিক স্কুল এবং কিন্ডার গার্টেনের মধ্যে আমরা এইটুকু পার্থক্য দেখতে পাই— একই বয়সের একদল ছেলেমেয়ে যাচেছ পৌর কর্পোরেশনের অবৈতনিক প্রাইমারী স্কুলে, যাদের নেই কোন ইউনিফর্ম, নেই কাঁধে ওয়াটার বটল, হাতে নেই টিফিন বক্স। তারা বগলদাবা করে বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাচেছ। লেখাপড়াটাকে ঠিক লেখাপড়াই মনে করে—বিলাসিতা নয়। মায়ের হাত ধরে কিংবা আয়ার কোলে চড়ে তাদের স্কুলে যেতে হয় না। পাড়ার বাচ্চারা দল বেঁধে স্কুলে যায়। ট্রাফিক পুলিশ তাদের রাস্তা পারাপারে সহযোগিতা করে। এভাবেই কেটে যাচেছ তাদের দিনের পর দিন।

সরকারী স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো এর কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। সরকারী স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের লেখাপড়া শিখাতে পাঠানো মধ্যবিত্ত লেখাপড়া শিখাতে পাঠানো হয় মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর। সাধারণত এদের সংখ্যাই আমাদের সমাজে তিন-চতুর্থাংশ। ছেলেকে ইংরেজী শিক্ষা দিতেই হবে। ছোটবেলা থেকে ইংরেজী রপ্ত করতে না পারলে বড় হয়ে তাকে নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত যে দুধ উপাদেয়, কিন্তু অপরিমিত দুধ পানে সন্তানের ইনক্যাথটাইল লিভারে মৃত্যু ঘটতে পারে।

সমাজে মানুষ হিসাবে বাঁচতে গেলে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু গ্রহণ শক্তির তোয়াক্কা না করে আমরা যদি একগাদা বইয়ের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিই তবে তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তা মুখস্থ করে। ফলে কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি শেষ করার পর কোন ভাল সরকারী স্কুলে ভর্তির সময় তাদের পড়তে হয় মহাফাসাদে। শেষতক তারা কোন ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগটুকু হারিয়ে ফেলে। শিক্ষা গ্রহণে যদি শিক্ষার্থীর আত্মজাগরণ নাই ঘটে, তবে সেই শিক্ষাই ছাত্রদের শিক্ষার অপমৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

একজন অভিভাবক তার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বললেন: প্লে গ্রুপ নার্সারি করে ছেলের বয়স বাড়িয়েছি, ফলাফল কিছুই পাইনি। লেখাপড়ায় ছেলে যে খুব খারাপ ছিল তা নয়, অল্প বয়সে অতিরিক্ত পড়ার চাপে হিতে বিপরীত হয়েছে। এর জন্য এ বৎসর কোন ভালো সরকারী স্কুলে ভর্তির সুযোগটুকুও পাইনি।

কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর মাসিক বেতন যার পক্ষে যতটুকু লাভজনক মনে হয় সে ঠিক ঐভাবেই তা নির্ধারণ করে থাকে। কোন কোন অভিজাত এলাকায় কিন্ডার গার্টেনের প্লে গ্রুপের বেতন দুশো টাকা। আবার কোন কোন জায়গায় একটু অনুন্নত এলাকায় প্লে গ্রুপের বেতন পঁচাত্তর থেকে এক শ টাকা। স্বাধীনতার পর কিন্ডার গার্টেন নামের অন্তরালে স্কুল ব্যবসা শুরু করলেন গুটি কয়েক ভাগ্যবান বাঙালী। বিদেশী নাগরিকদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কিছু উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী আধা বাঙালী, শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে কখনো নিজের বাড়ির নীচ তলাকে কিন্ডার গার্টেন বানিয়ে ব্যবসা শুরু করে দেন। আবার কেউবা শিশুদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে এই ব্যবসাকে আরও লাভজনক হিসাবে গড়ে তুলে। যার পৃষ্ঠপোষক গুটি কয়েক ভাগ্যবান পরিবার। কিন্ডার গার্টেন করতে গিয়ে আমাদের ভাগ্যবান মায়েদের কাজও সেই সাথে বেড়ে যায়। কাক-ডাকা ভোরে বাড়িতে শুরু হয় সাজ সাজ রব। সাতটার আগে ঘর থেকে বেরুতে না পারলে ক্লাস ধরা সম্ভব নয়। অনেক মায়েরা এ কাজটাকে অফিসিয়াল কাজের মতই ধরে নিয়েছে। এটা শুধু তাদের পেশাই নয়, এক ধরনের নেশাও বটে। এ সকল মায়েদের মধ্যে চলে অনেকটা প্রদর্শনীর মনোভাব। বড়লোকী দেখানোর একটা প্রবণতা রয়েছে তাদের মাঝে। তা না হলে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সংসারের কাজ কর্ম ফেলে পরিপাটি হয়ে সন্তানের হাত ধরে গাড়ি থেকে নামেন, তা সহজভাবে চিন্তা করলে আমাদের কাছে অসম্ভবই মনে হয়।
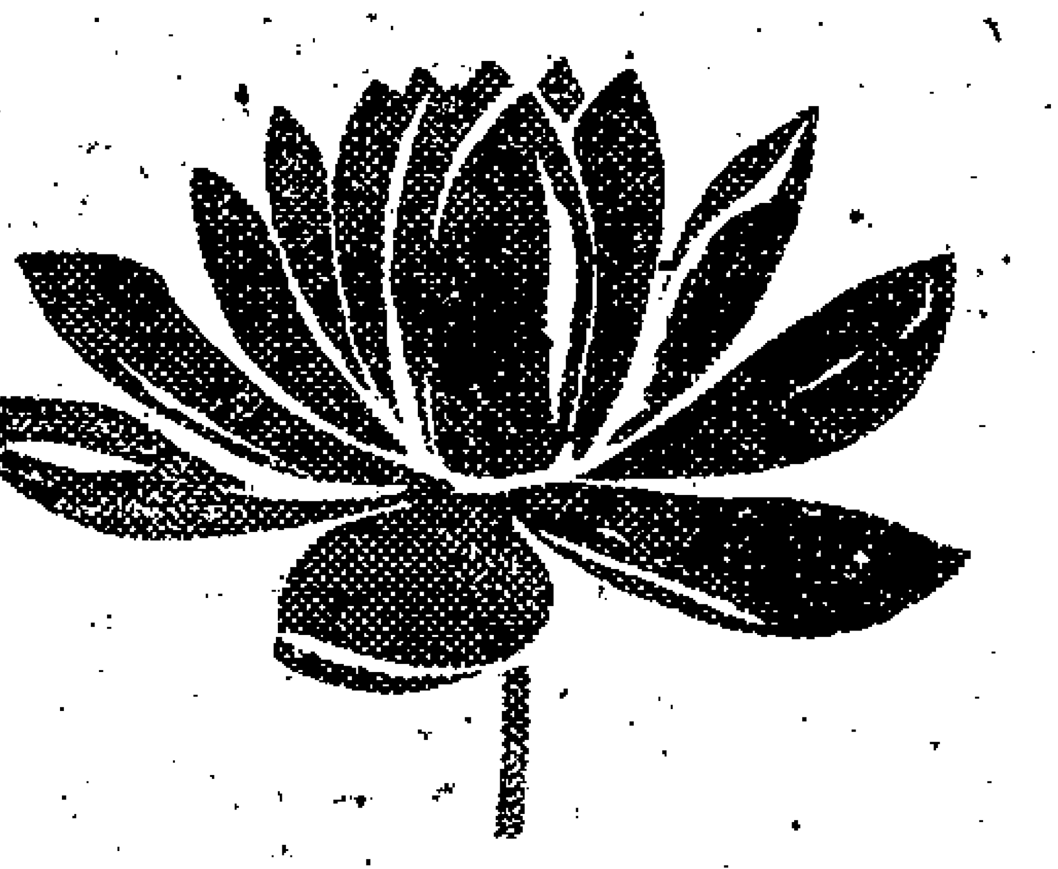
এভাবে স্কুলগামী সন্তানদের মায়েদের সাথে গড়ে উঠে হৃদ্যতা। শাড়ি, গয়না, স্বামী, সন্তান, তাদের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তারা সন্তানকে স্কুলে রেখে কখনো দলবদ্ধভাবে চলে যান শপিং-এ। তারপর চুটিয়ে দেন আড্ডা। স্কুল ছুটির পর এ ওর গাড়ি করে শুরু হয় বাড়ি পৌঁছানোর পালা। পূর্বে পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষাগার বলা হতো। সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার চাবিকাঠি ছিল মায়ের হাতেই। তাই তো বলা হতো: মাদার ইজ দ্যা বেস্ট টিউটর। 'মাদার ইজ দ্যা বেস্ট টিউটর।' কিন্ত বর্তমানে এই উক্তি প্রায় অচল। এক শ্রেণীর উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্তের ধারণা ভালো স্কুলে লেখাপড়া না শিখালে ছেলেমেয়ে সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে না। আর এই ভালো স্কুল বলতে তারা কিন্ডার গার্টেনকেই বুঝিয়ে থাকেন। আমাদের এই সামন্তবাদী মনোভাবের ফলে এ ধরনের স্কুল ব্যবসা রাতারাতি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।